অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আর মাইক্রোস্লিপ

কাইউম পারভেজ

১.

সপ্তাধিক হতে চললো নাট্যজন অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমদ পরলোক গমন করেছেন। তাঁর পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভাবছিলাম কিছু লিখবো। এক রকম দায়বদ্ধতাও ছিল তবু লিখতে পারছিলাম না। টেবিলে বেশী সময় বসতে পারছিলাম না। কথাগুলো মনে মনে আওড়িয়ে যাচ্ছি - লিখতে পারছি না। শরীর দিচ্ছে না। বড় কষ্ট। সোজা হয়ে বসতে পারি না।

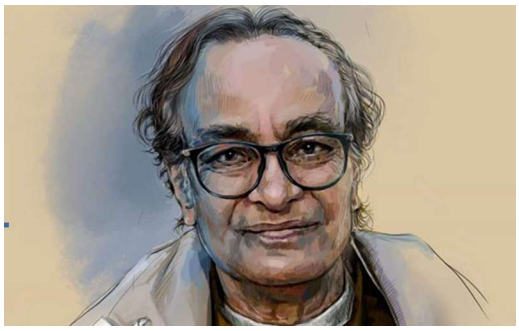

নাট্যজন অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমদকে ঠিক কবে থেকে চিনি বলতে পারবো না তবে চিনি বহুদিন ধরেই। অধ্যাপক হিসেবে তাঁর যত না পরিচিতি তার চেয়ে নাট্যকার এবং শক্তিমান অভিনেতা হিসেবে তিনি বেশী পরিচিত। বেশী আপন। সেই সত্তর- আশির দশকে বিটিভিতে নাটকে মমতাজ উদদীন আহমদ আছেন তো আমার সব কিছু বন্ধ। এখনো চোখের সামনে ভাসে নন্দিত নরকে সেই অপরাধী মাষ্টারের চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের কথা। বিয়ের পর তাঁকে নিয়ে কবিতার সাথে আলাপের পর কবিতা বললো অধ্যাপক নাট্যজন মমতাজ উদদীন আহমদ ওর বড় ফুফুর সহকর্মী - জগন্নাথে একসঙ্গে বাংলা বিভাগে পড়াতেন। এবং ওর বাবা এম আর আখতার মুকুলের প্রিয় বন্ধু। তাই দেখলাম। একেবারে হরিহর আত্মা। মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়িতে থাকলে সকালের ঘুম ভাঙ্গতো ওঁদের দুজনের টেলিফোন আলাপে। যার নুন্যতম দৈর্ঘতা ছিলো দেড় ঘন্টা। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আমি জেনে যেতাম বিশ্বের কোথায় কী ঘটেছে, দেশের রাজনীতির উত্তাপ। আর বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু। এর ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের নিজেদের লেখালেখি নিয়ে কথাবার্তা।

একদিন সামনা সামনি পরিচয়ও হলো। সেদিন তাঁর তাড়াহুড়ো ছিলো বেশীক্ষণ আলাপ হয়নি তবে বুঝেছিলাম আমার সম্পর্কে একটা ব্রিফ তিনি আগেই পেয়ে গেছেন। ১৯৯২তে সিডনি চলে আসি। আসার আগে যখন দেখা হলো বললেন - আমি জানি এবং বিশ্বাস করি আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন বাংলা ভাষা সংস্কৃতি আপনার সঙ্গে থাকবে।

১৯৯৬ সালে এখানে বঙ্গবন্ধু পরিষেদের আমন্ত্রনে শোক দিবসের অতিথি হয়ে এসেছিলেন এম আর আখতার মুকুল। তিনি দেখে গেছেন আমাদের প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা। তাই ১৯৯৮ তে তাঁকে কোন ভূমিকা ছাড়াই বলেছিলাম এবারের শোক দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য কাকে পাঠাবেন। বললেন অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমদকে নিবা? বললাম আসবেন? বললেন আমি বললে যাবে। একদিন মুকুল সাহেব ফোন করে জানালেন মমতাজ সাহেব আসবেন। বললেন তুমি তাঁর সাথে ফোন করে কথা বলে নিও।

ফোন দিলাম। বললেন আপনারা ডেকেছেন বঙ্গবন্ধুর সংগঠন ডেকেছে কবিতা মা ডেকেছে আমি কী করে না বলবো বলুন। আরো জরুরী কথার ফাঁকে বললাম ছোটখাটো একটা নাটক জাতীয় কিছু করা যায় কিনা? বললাম সিডনিতে ঢাকার নামকরা বেশ কিছু মঞ্চ অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন আপনার সমস্যা হবে না। বললেন এতো শর্ট সময়ের জন্যতো তৈরী কোন নাটক নেই। একটু সময় নিয়ে বললেন - ঠিক আছে ভাববেন না আপনাদের নাটকের জন্ম হবে প্লেনে।

সিডনি এয়ারপোর্টে প্রথম দেখাতেই বললেন - পারভেজ আপনার নাটকের জন্ম হয়ে গেছে প্লেনে। আকিকা ছাড়াই ওর একটা নাম রেখেছি সেটা হলো 'সজল আমার সজল'। আমি খুশীতে গদ গদ হলেও বিষম খাচ্ছি চারদিন পর অনুষ্ঠান। এর মধ্যে কিভাবে নাটক হবে? আগেই বলে রেখেছিলাম তাই পরদিন সুপার-ড্রুপার এবং

খ্যাতনামা অভিনেতা শাহীন শাহনেওয়াজ আর মহিউদ্দীন শাহীনকে (বর্তমানে কানাডাবাসি) হাজির করলাম অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমদের সামনে। আলাপ পরচিয় হতে হতেই সব একান্ত কাছের মানুষ হয়ে গেলেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক সজল আমার সজলের কাষ্ট ঠিক হয়ে গেলো। মমতাজ উদদীন আহমদ, শাহীন শাহনেওয়াজ, মহিউদ্দীন শাহীন আর কবিতা পারভেজ। মমতাজ চাচা হঠাৎ বললেন ঠিক আছে সবার সাথে কথা বলে আমি কনফিডেন্ট তিন দিনের রিহার্সেলে আমরা এ নাটক নামাতে পারবো। আর পারভেজ - আপনি এ নাটকের নির্দেশনা দেবেন। আমি ভাবছি চাচা বোধ হয় আমার সাথে রসিকতা করছেন। পরে দেখি না তিনি সিরিয়াস। আমি জানতাম তাঁকে সেই মুহূর্তে থামানো যাবে না। বললাম সবাই একটা রিডিং শুরু করি। ব্যাস রিডিং ধরিয়ে দিয়ে আমি আড়ালে চলে গেলাম। মমতাজ চাচা কাজ শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে দেখে বললেন কি হলো পারভেজ আপনি কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন। আপনার না নির্দেশনা দেবার কথা। বললাম চাচা - এ নাটকটা আমি ঠিকমত পড়িনি কিছুই জানি না আমার বুঝতেও তো সময় লাগবে। বরং আপনি যা করছেন করেন আমি না হয় মিউজিকটা দেখি। ওটা তো কাওকে না কাওকে করতে হবে। বললেন হ্যাঁ এটা অবশ্য ঠিক ধরেছেন নাটকের অর্ধেক প্রাণ তো মিউজিক। বেশ আপনি ওটাই করেন। এবং সেটাই আমি করেছিলাম।

একটি কথা বলতেই এই ঘটনাটার অবতারণা করলাম। তিনি সব সময় মানুষকে সন্মান দিয়ে কথা বলতেন। তিনি জানতেন আমি নির্দেশনার দায়িত্ব নেয়ার দুঃসাহস দেখাবো না কিন্তু আমার যৎসামান্য পারঙ্গমতাকে তিনি শ্রদ্ধা করলেন। সব সময় মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন এবং কি করে শ্রদ্ধা করতে হয় সেটাই বোঝাতেন। কদমবুচিতেই কেবল শ্রদ্ধা নয়।

একদিন বললাম চাচা আপনাকে দেশে থাকতেও বহুবার বলেছি এখনো বলছি আমাকে আপনি 'তুমি' করে বলেন। আপনি করে বললে আমি কষ্ট পাই। মনে হয় আমাকে কাছে টানতে পারছেন না। তিনি বললেন না না এ কিছুতেই সম্ভব নয় - আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অসীম গুণাগুণের মানুষ আপনাকে তুমি ডাকা আমার অন্যায়। অশোভন। আপনাকে আপনার প্রাপ্ত সন্মানটুকু দিতে হবে। তুই তুমি ওটা হলো স্নেহের আদরের। আপনিতে সন্মান - শ্রদ্ধা।

ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন অধ্যাপক মমতাজ উদদীন আহমেদের মৃত্যুর পর সুন্দর একটি লেখা দিয়েছেন আমাদের সময় পত্রিকায়। সে লেখায় জানলাম তাঁর সাথেও সেই একই ব্যাপার - তিনি রিটনকে কোনভাবে তুমি বলবেন না। রিটনের সেই লেখা থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি - "বয়সের বিবেচনায় তিনি ছিলেন আমার গুরুস্থানীয়, কিন্তু আমরা দু'জন অবলীলায় হয়ে উঠেছিলাম অসম বয়সী বন্ধুর মতো। সারাটা জীবন শিক্ষকতা করলেও আমি তার ছাত্রবৎ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তিনি 'আপনি' সম্বোধন করতেন। সম্বোধনটা 'তুমি'তে নামিয়ে আনতে কতো চেষ্টাই না করেছি। কাজ হয়নি। বিষয়টার নিষ্পত্তি করেছিলেন তিনি এই বলে - 'রিটন আপনি বাংলার এক অনন্য সাধারণ ছড়াকার। আপনার মাপের একজন শিশুসাহিত্যিক ও কবিকে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহমদ তুমি

বলতে পারে না। এটা হয় না। আপনি বিব্রত হবেন না প্লিজ। আপনাকে আমি স্নেহ করবো। ভালোবাসবো। কিন্তু শ্রদ্ধাটা করবো তারচেয়ে বেশি।'

তিনি আপনি ছাড়া কাওকে তুমি বলতেন না এমনকি তাঁর নিজের ছাত্রছাত্রীদেরকেওনা। সবাইকে সন্মান করতেন।

শোক দিবসের সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বাংলার ইতিহাস সেই পাল সেন বংশ থেকে শুরু করে একটানে চলে এলেন ১৯৭১-র সাতই মার্চে। সবই পুরোনো কথা তবু মনে হলো যেন এই প্রথম শুনছি। এ পর্যন্ত বলে বললেন এই যে গল্প আপনাদের শোনালাম এর মধ্যে কোথাও কী জিয়াউর রহমানকে দেখতে পেলেন আপনারা? তাহলে এ বাংলার স্বাধীনতা কে এনে দিলো? কে তবে সেই বাংলার বাঙালির জাতির পিতা? তিনি কেঁদে ফেললেন। হল ভর্ত্তি মানুষ গুলোকেও কাঁদিয়ে দিলেন। তিনি থামেন না। মানুষও তাঁকে থামতে দিতে চান না। কিন্তু আমাদের তো নাটকটা করতে হবে? তিনি ঘড়ি দেখেন আর বলেন অনেক সময় আছে। তাঁর ঘড়িতো চলছে বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী। তিনি দেশের বাইরে গেলেও বাংলাদেশের টাইম মত চলেন। তাঁর ঘড়ির সময় বদলান না। সে হিসেবেই প্রবাসে নাওয়া খাওয়া শোয়া।

কোন কোন দিন কবিতা বলেছে চাচা রাত একটা বাজে প্লিজ খেয়ে নিন। আমাদের সকালে কাজে যেতে হবে তো। একটা মানে এখন ঢাকায় আটটা। এ্যাই পাগলী মেয়ে আমি কী রাত দশটার আগে ভাত খাই? তোমরা ওভাবে রেখে দাও আমার দশটা বাজলে আমি খেয়ে নেবো। তা কি আর হয় আমরা তাঁর দশটা বাজার অপেক্ষায় থাকি এদিকে ততক্ষণে আমাদের ঘুমের বারোটা বেজে গেছে। আহারে সেসব দিনগুলোর কথা মনে হলে চোখটা আরো ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সিডনিতে আরেকবার এসেছিলেন সম্ভবত ২০০৬-এ বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে সরকারী সফরে। এসেছিলেন ক্যানবেরায় সেখান থেকে সিডনি। তাঁর সাথে হোটেলে দেখা করতে গেছি। বললেন আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে কবে দেশে ফিরবো। দেশটাকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারি না। দোয়া করবেন আমার কবরটা যেন দেশের মাটিতেই হয়।

তাই হয়েছে। চাপাইনবাবগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে বাবার কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর লেখনী কলাম নাটক এবং দর্শনের মাঝে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। আপনি যেখানেই থাকুন ভাল থাকবেন। করুণাময় আপনার সহায় হোন।

২.

শুরুতে শারীরিক কষ্টের কথা বলছিলাম। সম্প্রতি একটা রোড এ্যাকসিডেন্টে জড়িয়ে গিয়ে করুণাময়ের অশেষ কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেছি। ১৭ মে শুক্রবার। ক্লাস ছিলো বিধায় তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ইউনিতে গেছি। প্রায় সারাদিন ক্লাস তার উপর রোজা। বিকেলে যখন বাড়ি ফিরছিলাম খুব ক্লান্ত। একটু ঘুম ঘুম ভাব। তবু নিজেকে সজাগ রাখার চেষ্টা করছিলাম আর গাড়ী চালাচ্ছিলাম। এক সেকেন্ডের কম ব্যবধানে বোধ হয় চোখটা বুঁজেছিলো। গাড়ীটা ৭৫-৮০ কিঃ মিঃ বেগে রাস্তার মাঝ আইল্যান্ডে উঠে আইল্যান্ডের গাছে ধাক্কা খেতে খেতে তৃতীয় গাছের ভিতরে ঢুকে গেল। চারিদিক থেকে গাড়ী থামিয়ে লোকজন আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে এলো। ইতিমধ্যে পুলিশ এ্যামবুলেন্স এলো। আমার বুকের বাঁ দিকে প্রচন্ড ব্যথা। হাসপাতালে নেয়া হলো। আল্লাহর রহমতে তেমন কোন

মারত্বক ক্ষতি হয়নি। কেবল বুকের পাঁজরে ডাক্তারী ভাষায় একটা মাইক্রো ফ্রাকচার হয়েছে। সেটারই প্রচন্ড ব্যথা। এবং ওটা সারতে ৬-৮ সপ্তাহ লাগবে। বুড়ো হাঁড় তো। আমি জানি না কি হয়েছে তবে পুলিশসহ সবাই বলেছে মাইক্রো স্লিপ। ক্লান্ত অবস্থায় আপনি চেতন/সচেতন থাকলেও আপনার মাইক্রো স্লিপ হতে পারে। এবং সেটা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য হতে পারে। আর তাতেই জীবনসহ সব লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে যা আমার হয়েছিলো। গাড়ীর ৮টা এয়ার ব্যাগ সবই খুলে গিয়েছিলো। গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে গাড়ী চুরমার না হয়ে অপর পার্শের লেনে চলে গেলে আজ আর এসব কথা লেখার সুযোগ থাকতো না। আল্লাহপাক দয়াপরবশতঃ আমাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই ম্যাসেজটা দেয়ার জন্যই এতো বড় ফিরিস্তি দিলাম। দোহাই লাগে একটু ক্লান্ত বোধ করলেই গাড়ী থামিয়ে একটু ব্রেক নিন। আমার মত ভুল করবেন না। ভেবেছিলাম বাড়ী আর দুমিনিটের ড্রাইভ পৌঁছে যাবো। না পৌছাতে পারিনি। আমার গাড়ীর দুরাবস্থা দেখে পুলিশ পর্যন্ত আঁতকে উঠেছিলো বলে তুমি বাঁচলে কি করে? রেজা আরেফিন ভাই সব শুনে একটা পরামর্শ দিয়েছেন খুব ভাল। বললেন গাড়ী চালাতে চালাতে অবসাদ এলে কাওকে ফোন দিয়ে কথা বলতে থাকবেন অনর্গল। ঝুঁকিটা কমে যাবে। আমার নিজের দূর্ঘটনার খবর দিয়ে কাওকে বিরক্ত বিব্রত করতে চাইনি শুধু সবাইকে একটু সচেতন হতে অনুরোধ করছি। মামলা কিন্তু এক সেকেন্ডেরও কম। মাইক্রো স্লিপ। মৃত্যুর সহজ হাতছানি।